তারিখ ... 04 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ... .

নিক

কানাইনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

মাঠেই পাঠদান, মাঠেই পরীক্ষা

তিতাস প্রতিনিধি

কুমিল্লার তিতাস উপজেলার কানাইনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এক বছর আগে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এর পর এক বছর ধরে বিদ্যালয়ের মাঠেই চলছে পাঠদান ও পরীক্ষা।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৫ সালে ৮০নং কানাইনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর পাঠদানের জন্য ওই বছরই চার কক্ষবিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ে পাঁচজন শিক্ষক ও ১৭০ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। একমাত্র ভবনটি পরিত্যক্ত হওয়ায় এবং বিকল্প না থাকায় একদিকে শিক্ষার্থীসহ সবাইকে যেমন পোহাতে হচ্ছে দুর্ভোগ অপরদিকে ঝরে পড়ার হারও বাড়ছে।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোজাম্মেল হক টিটু জানান, ২০১৩ সালের মধ্যেই ভবনটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়লে বিষয়টি লিখিতভাবে উপজেলা শিক্ষা অফিসকে জানানো হলে আশ্বাস দেওয়া হয়, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর। তার পর ওই ভবনেই কার্যক্রম চলতে থাকে। কিন্তু ২০১৫ সালে ভবনটির ছাদের আংশিক ভেঙে পড়লে বিষয়টি উপজেলা শিক্ষা অফিসকে অবহিত করলে শিক্ষা কর্মকর্তা পরিদর্শন করে গত বছরের ২৭ জুলাই একটি চিঠি দিয়ে ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন। তার পর থেকে মাঠেই পাঠদানের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হই। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিনোয়ারা বেগম জানান, ভবনটিতে বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা দিয়েছে। শিক্ষার্থীদের সবসময়ই আতঙ্কে থাকতে হয়। তাই বাধ্য হয়েই বাইরে ক্লাস নিতে হচ্ছে। তবে বৃষ্টি নামলে স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া ছাড়া কোনো পথ থাকে না। তাই দিনদিন শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষার্থী ফাতেমা আক্তারের মা রুনু আক্তার জানান, বাচ্চাকে স্কুলে পাঠিয়ে সবসময় ভয়ে থাকতে হয় কখন আবার ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয় বা গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল আউয়াল জানান, শিক্ষার্থীদের পাঠদান যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বরাবর একটি ভবন বরাদ্দ চেয়ে আবেদন করেছি। আশা করছি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনায় রেখে খুব শিগগিরই একটি ভবনের ব্যবস্থা হবে।